প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণ নীতিমালা-২০১৫

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
০১.	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ	ক) আবেদনকারীকে ব্যাংকের একজন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে হবে। খ) এলপিআর-এ যাওয়ার ০৩(তিন) বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এ সুবিধা ভোগ করা যাবে। গ) অত্র ব্যাংকের চাকুরীতে চুক্তি ভিত্তিক/ খন্ডকালীন/প্রেষণে/লিয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। অনুরূপভাবে অত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্যত্র প্রেষণে থাকাকালীন এ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না। ঘ) আদালতে বিচারাধীন মামলা কিংবা কোন বিভাগীয় মোকদ্দমা/অভিযোগ গঠন প্রক্রিয়াধীন থাকলে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কারণে গুরু দন্ড প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ঋণ প্রদান করা যাবে না। ঙ) মোটর সাইকেল ঋণ ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী হতে এ্যাসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ ঋণ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন। চ) ঋণের কিস্তি কর্তনের পর যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর “টেক হোম পে” মোট বেতন ভাতার এক তৃতীয়াংশের কম হবে তারা এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
০২.	ঋণসীমা ঃ	ঋণসীমা সর্বোচ্চ ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা বা এর নিম্নে ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত মোটর সাইকেলের মূল্যের সমপরিমাণ টাকা ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিস্তি বিমা বা রেজিষ্ট্রেশনের জন্য কোন ঋণ দেয়া যাবে না।
০৩.	সুদের হার ঃ	এ ঋণের উপর ব্যাংক রেট হারে সরল মুনাফা ধার্য হবে। ব্যাংক রেট পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হারে মুনাফা আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে।
০৪.	ঋণের মেয়াদ ঃ	কর্মচারীর মোটর সাইকেল ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর বা ১২০(একশত বিশ) কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
০৫.	ঋণ আবেদনের নিয়মাবলী ঃ	ক) আবেদনকারীকে প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নমুনা ফরমে ঋণের জন্য আবেদন করতে হবে। সর্বোচ্চ ১৫০ সিসি মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রস্তাব করা যাবে বিধায় ১৫০সিসি পর্যন্ত মোটর সাইকেল এর ০৩(তিন) টি ব্রান্ডের মূল্য তালিকা ঋণের আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বেতন সীট দাখিল করতে হবে। খ) নির্ধরিত ফরমে আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
০৬.	ঋণ মঞ্জুরী ঃ	ক) প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে মঞ্জুরীর অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিলিং অফিসার কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে।

ফোনঃ +8802 8322873, ফ্যাক্সঃ +8802 8322328, website: www.pkb.gov.bd & email:- info@pkb.gov.bd

		খ) নির্ধারিত বাজেটে সীমার মধ্যে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন। গ) এ নীতিমালার সকল অনুচ্ছেদের আলোকে ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নির্ধারিত হবে। ঘ) মোটর সাইকেল ঋণে ক্রয়তব্য মোটর সাইকেল নতুন এবং আনরেজিষ্টার্ড হতে হবে। কোন অবস্থাতেই সেকেন্ড হ্যান্ড বা পুরানো মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা যাবে না। ঙ) মোটর সাইকেল ঋণের আওতায় প্রাপ্য ঋণ একবারে মঞ্জুর /বিতরণ করা যাবে। চ) ঋণ মঞ্জুরীর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ বলবৎ থাকবে। ছ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর একটি মোটর সাইকেল ঋণ চলমান থাকা অবস্থায় পুনরায় এ ঋণ মঞ্জুর করা যাবে না। তবে কোন র্দূঘটনাজনিত কারণে মোটর সাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হলে পূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় ঋণ মঞ্জুরী বিবেচনা করা যাবে।
০৭.	ঋণের দলিলাদি ঃ	ক) এ ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকের একজন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর (মঞ্জুরী লাভকারীর নীচে নয়) নিকট হতে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে জামিন (গ্যারান্টি) গ্রহণ এবং আবেদনকারী ও জামিনদাতা কর্তৃক প্রয়োজনীয় চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করতে হবে। দু'জন ঋণ গ্রহীতা পরস্পর জামিনদার হতে পারবেন। তবে ঋণ হিসাব মুনাফা-আসলে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জামিনদাতার দায়বদ্ধতা বহাল থাকবে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধিক ঋণের জামিনদার হতে পারবেন না। কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা /কর্মচারী ও তাদের সংশ্লিষ্ট গ্যারান্টারের প্রভিডেন্ট ফান্ডের স্থিতির উপর ঋণ সীমার ২৫% লিয়েন রাখতে হবে। খ) মোটর সাইকেল ঋণের জামিনদারকে চিহ্নিত করার জন্য ঋণের মঞ্জুরীপত্র জামিনদারের ব্যক্তিগত নথিতে যার জামিনদার হয়েছেন তার ঋণের ও চাকুরীর বিস্তারিত বিবরণ (পিএফ ইনডেক্সসহ) উল্লেখপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে এবং মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর জামিনদার হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ করেন কিনা এ সংক্রান্ত মানব সম্পদ বিভাগ হতে প্রত্যয়ন পত্র নিতে হবে। গ) ঋণ বিতরণের ০১ (এক) মাসের মধ্যে ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল নিজ খরচে ব্যাংকের নিকট বন্ধক (হাইপোথিকেশন) দিতে হবে। মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর চালান ও ক্যাশ মেমো ব্যাংকে দাখিল করতে হবে যাতে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার নাম উল্লেখ থাকবে। ঘ) ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার যৌথ নামে মোটর সাইকেলের ব্লু-বুক ও বিমা করতে হবে।
০৮.	ঋণ বিতরণ ঃ	ক) কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণের টাকা সরাসরি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে পে-অর্ডার/ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।
০৯.	পরিশোধ পদ্ধতি ঃ	ক) সর্বোচ্চ ১০(দশ) বৎসর মেয়াদে মোট ১২০ টি কিস্তিতে এ ঋণ পরিশোধযোগ্য। কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণের কিস্তি ঋণ বিতরণের অব্যবহতি পরবর্তী মাস থেকে কর্তন শুরু হবে। মূল ঋণ আদায়ের পর মুনাফা আদায় করতে হবে। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি পরিশোধের পরও যদি ঋণের বকেয়া থাকে তা সর্বশেষ কিস্তির সাথে এককালীন আদায়যোগ্য হবে ।

		খ) কর্মকর্তা/কর্মচারী ইচ্ছে করলে নির্ধারিত কিস্তির চাইতে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন অথবা নির্ধারিত কিস্তির চাইতে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা যাবে। গ) কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংকের চাকুরী হতে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিলে অথবা চাকুরীচ্যুত হলে ঋণের পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ ঋণের (বাণিজ্যিক) মুনাফা হারে ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি পদ্ধতিতে মুনাফা আরোপ ও আদায়যোগ্য হবে। ঘ) ঋণের কিস্তি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে কর্মচারী অবসর গ্রহণকালে ঋণ হিসাব সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত হয়। ঋণের মাসিক কিস্তি আদায়ের দায়-দায়িত্ব বেতন ভাতাদি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। ঙ) অবসর, মৃত্যু, ইস্তফা, পদচ্যুতি, অপসারণ অথবা অন্য যে কোন কারণে চাকুরী অবসানের ক্ষেত্রে মুনাফাসহ অনাদায়ী ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পেনশন বেনিফিট/গ্র্যাচুয়িটি সহ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা হতে এককালীন সমন্বয় করতে হবে ।
১০.	অন্যান্য শর্তাবলী ঃ	ক) বিমার প্রিমিয়াম, মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশন, মেরামত, জ্বালানী, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যয় ঋণ গ্রহীতাকে বহন করতে হবে। খ) ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর মোটর সাইকেলের মালিকানা ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে হস্তান্তরযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মালিকানা হস্তান্তরের প্রকৃত খরচ ব্যাংক কর্তৃক পুনর্ভরন করা হবে। গ) মোটর সাইকেল ক্রয়ের বিষয়টি (শাখা ব্যবস্থাপক ব্যতিত) সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক নিশ্চিত করবেন এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণের মোটর সাইকেল ক্রয়ের বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ নিশ্চিত করবে। উল্লেখ্য, ঋণের অর্থে মোটর সাইকেল ক্রয় করা না হলে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সম্পূর্ণ অর্থ মুনাফা-আসলে একবারে আদায় করার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ) ব্যাংক কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পরিদর্শনের জন্য ঋণ গ্রহীতা তার মোটর সাইকেলটি দেখাতে বাধ্য থাকবেন। ঙ) মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থের অপব্যবহার করা যাবে না এবং এ বিষয়ে ঋণ বিতরণকারী শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে। চ) এ ঋণ নীতিমালার যে কোন বিষয়ের পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ সংশোধন/ সংযোজনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকবে।